সারা প্রোডাকসন্স নিবেদিত

## কাহিনী

চোর কখনও সাধু সজ্জন হয় কিংবা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ? বিশেষ ক'রে ছিঁচ্ কে চোর ? অর্থাৎ চোর-সমাজেও যার স্থান সবচেয়ে নীচে ? না, কখনও না। তবে একটু বুদ্ধি খাটালে বলা যেতে পারে, হ্যাঁ হয়। ধরুন, ঐ সজ্জনটুকু বাদ দিয়ে কোনও ছিঁচ্ কে-চোর মহাপ্রভুর নাম যদি হয়—সাধু বা সাধুচরণ, কিংবা ঐ বিশেষণটা ঝেড়ে ফেলে মাত্র যুধিষ্ঠির, তা হ'লে ? কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনেরই সামিল আর কি !

আমাদের এই কাহিনীর দুই নায়ক, যুধিষ্ঠির ও সাধুচরণ হচ্ছে দুই ছিঁচ্ কে চোর—পুরোনো পাপী। ঘটিটা বাটিটা যা হাতের কাছে পায়, চুরি করে, ধরা পড়ে, দু'দশ দিন বা এক দু'মাস জেল খাটে। তারপর ছাড়া পায়। ছাড়া পেয়ে আবার চুরি করে, আবার জেলে যায়। একবার জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে ওরা দু'জনে দু'দিকে চ'লে গেল ; সাধু গেল টালার দিকে, আর যুধিষ্ঠির পা বাড়াল টালিগঞ্জের পানে।

কিন্তু বিধির কি নির্বন্ধ ! যুধিষ্ঠির একটি বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকে আবিষ্কার করল সাধুও ঢুকেছে সেই একই বাড়ীতে একই অভিপ্রায়ে। অথচ চুরি করবার মতো মাল ওরা হাতের কাছে পাচ্ছেনা। কি বিপদ ! হঠাৎ ওরা সন্ধান পেল আসল মালের—থরে থরে সাজানো হরেক রকম বিলিতি মদ। ওরা আগেই জেনেছে, ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীর কর্তা ও গিন্নী, দু'জনেই বাড়ীতে নেই। গৃহস্বামী, ধনী ব্যবসায়ী মিঃ ব্যানার্জি কলকাতার বাইরে গেছেন টুরে ; আর তাঁর আধুনিকা স্ত্রী, মিসেস মিলি ঐ সুযোগে তাঁর বয়ফ্রেণ্ড মিঃ অমিতের সঙ্গে পার্টি করতে বেরিয়েছেন। এবং সাহেব-মেমের অনুপস্থিতিতে দাসদাসী বয়-বেয়ারা মৌজে আছে। অতএব যুধিষ্ঠির এবং সাধুচরণ কিছুটা বিলিতি 'প্রসাদ' পাবার লোভ সংবরণ করতে পারলনা।

কিন্তু এ কি উৎপাত ! দরজায় হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল ; দ্রুত পদধ্বনিও শোনা গেল। ভারি পর্দার পেছনে ওদের লুকিয়ে পড়তে দেরী হ'লনা। ওরা শুনতে পেল (ওদের কানে এল), আগন্তুকরা বাড়ীর বাচ্চা ছেলেটিকে গুম করবার পরামর্শ করছে। সে কি কথা ! ঘটিটা, বাটিটা, টাকাটা, সিকেটা, থালা-বাসন নয়, একেবারে ছেলে চুরি ? না, না, তা' হ'তে পারেনা ; তা' হতে আমরা দেবনা। অতএব ঐ দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ওরা নিজেরাই আগেভাগে করল ঐ ছেলেকে চুরি। দুর্বৃত্তের দল কিছু জানবার আগেই ওরা ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান-করা ববিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যুধিষ্ঠিরের কিছু আশনাই ছিল রাণী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। ওরা এসে তাকেই ধরে বসল, ববিকে দু'পাঁচদিন ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। এরা তিনজনে প'ড়ে ববিকে আদর যত্নে খুশী রাখবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টায় মেতে রইল।

এ-দিকে দুর্বৃত্তের মাথায় হাত, তারা শহর তোলপাড় করতে শুরু ক'রে দিলো ঐ ছেলের খোঁজে। কোথায় ববিকে লুকিয়ে রেখে ওরা তার বাপের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করবার মতলবে ছিল তার মুক্তিপণ হিসেবে, তা' নয়, এ কি ফ্যাসাদ !

মিঃ ব্যানার্জিও পরদিনই টুর থেকে ফিরে এসেই ছেলে নিপাত্তা হয়েছে শুনে অবাক। পুলিশে খবর, খবরের কাগজে ছেলের ফটো সমেত নিরুদ্দেশ সংবাদ—কিছুরই ত্রুটি রইল না।

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব প'ড়ে গেল। ববির সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত হ'ল কি ? এবং চৌর্য অপরাধে সাজা পেল কি আমাদের সাধু ও যুধিষ্ঠির—ছিঁচ্ কে চোর দু'টি ?

## গান

॥ এক ॥

তুমি রাজা, মোদের রাজা
প্রাণের রাজা ভাই—
আমরা তোমার খাস তালুকের
প্রজা যে সবাই।
তোমায় পেরণাম জানাই ॥
চাকাইকে নাকা তুম
চাকাইকে নাকা তু'ম
তেরে কেটে মেরে কেটে ফাঁক
হুঁঃ তেরেকেটে মেরেকেটে ফাক্ ॥
সাধুচরণ যুধিষ্ঠিরের দেখবে এবার
ভোজবাজী
পঞ্চাশ হাজার টাকার খেলা—
ইচ্ছে হয় খাই ডিগবাজী
আর দুটো দিন সবুর কর
হাতিয়ে টাকা নেব ;
আবার যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দেব।
দোহাই আমার বাড়া ভাতে দিওনা
আর ছাই।
তোমায় পেরণাম জানাই ॥
গাঁট কেটে কেটে কেটে
গাঁট কেটে কেটে কেটে ভাগ্
সিঁধ কেটে কেটে কেটে ভাগ্ ॥
ঝুট ঝামেলা আর কোরোনা
সোনা লক্ষীসোনা,
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা।
আর দুটো দিন সবুর কর,
দেখবে টাকার খেলা,
আবার যদি কাঁদ তবে
বুঝবে পরে ঠেলা।
হাসি খুসি মুখখানা যে দেখতে শুধু চাই।
তোমায় পেরণাম জানাই ॥

॥ দুই ॥

একদিন সেই রাজ পুত্তুর
অনেক অনেক দূর
পক্ষীরাজে পাড়ি দিল
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে—
মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
পৌছে গেল অজানা এক
রূপকথারই দেশে।
অবাক দুচোখে ঘোর কাটেনা
দৈত্যপুরী আকাশ ছোঁয়া
ভয় দেখাতে দাঁড়িয়ে আছে
জুজুবুড়ির বেশে।
যে দিক তাকায় মাঠয়ে ধূ-ধূ
ছোট্ট নদী বইছে শুধু।
রং বেরং-এর পাখীর মেলা
দেখতে দেখতে কাটে সারা বেলা।
রাজ পুত্তুর ক্লান্ত হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে শেষে।

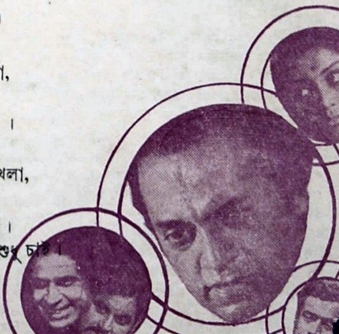

সারা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

মূল কাহিনী ঃ **রবি ঘোষ**

কাহিনী সম্প্রসারণ, চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ **উমানাথ ভট্টাচার্য**

পরিচালনা ঃ **একলব্য** * সঙ্গীত পরিচালনা ঃ **অজয় দাস**

আলোক চিত্র ঃ সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা উপদেষ্টা ঃ রমেশ যোশী
সম্পাদনা ঃ অমলেশ সিকদার
প্রধান কর্মসচিব ঃ অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকার ঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা ঃ অসিত বসু, পুলিন চক্রবর্তী
রূপসজ্জা ঃ অনাথ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দায়ন ঃ অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায়
শিল্পায়ন ঃ সুবোধ দাস
আলোকসম্পাত ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, কাশী কহর, সুভাষ ঘোষ
স্থিরচিত্র ঃ নিমাই ঘোষ, স্টুডিও রেনেসাঁ
কণ্ঠসঙ্গীত ঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়।
প্রচার ঃ বাগীশ্বর ঝা
প্রচার অঙ্কন ঃ এস স্কোয়ার, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও নীতা সরকার।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং রবি মুখোপাধ্যায় ও অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত।

## সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা ঃ তরুণ মৈত্র, বরেন চট্টোপাধ্যায়, কুশ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত ঃ ওয়াই, এস, মুলকী, উৎপল দে, ভরত কার্কী। আলোকচিত্র ঃ পূর্ণেন্দু বোস, অনিল ঘোষ, বাউড়ি জানা। সম্পাদনা ঃ উজ্জ্বল নন্দী। রূপসজ্জায় ঃ বিলু রাণা, ঝন্টু চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন। শব্দায়ন ঃ বাবাজী শ্যামল। শিল্পায়ন ঃ বিশু চট্টোপাধ্যায়।

## অভিনয়ে

জয়া ভাদুড়ী, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, উৎপল দত্ত, সুমন ঘোষ, রুমা গুহঠাকুরতা, ভোলা দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, অলকা গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রা সেন, শম্ভু ভট্টাচার্য, দীপক গুহ, তপন রায়চৌধুরী, সমীর লাহিড়ী, জ্যাম বড়ুয়া, দীপক ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, গীতা প্রধান, তাপস কুমার, জগন্নাথ মোহান্ত, ফকির দাস, অরুণ, পুলিন, তরুণ, জয়গোবিন্দ, গুপি দে, গামা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা, শান্তা, অঞ্জলি, স্বপ্না, মায়া, তুলসীবালা, কল্পনা, চঞ্চল, সুনীল শর্মা, শক্তি মুখোপাধ্যায়, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলা ঘোষ, হাবলু রায়, নিমাই দত্ত, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মী অধিকারী, দিলীপ সাহা, শচীন চক্রবর্তী, সুপ্রিয় মিত্র।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রণবেশ মুখোপাধ্যায়, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ দাশগুপ্ত, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, তপতী বোস, দীপেন ঘোষ, সুমিতা ঘোষ, ভারতী রায়, অপর্ণা রায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ রায়, কোয়েলি রায়, সন্দীপ রায়, মিঃ ও মিসেস পি সেন, মিঃ ও মিসেস কে কে দাসগুপ্ত, মিঃ ও মিসেস জে এ কোগেলম্যান, মিঃ কে কে রাই, মিস অর্চনা রাই, মিঃ জে এইচ ব্ল্যাক, মিঃ ও মিসেস শ্যামল মৈত্র, মিঃ ও মিসেস আশীষ দত্ত।

পরিবেশনা — **নূপুর চিত্রম,** ৮৭, লেনিন সরনী, কলিকাতা-১৩।